৫ম পাঠ

নেতারা সংযোগ স্থাপন করেন

মিশু তার মণ্ডলীর প্রাচীন পরিচর্যাকারী দলের একজন নেতা। তিনি উদ্দমতার সহিত একটি নতুন প্রকল্পের কথা পরিকল্পনা করেছেন। এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ যার দ্বারা আমরা মণ্ডলীর জন্য অতি উত্তম কিছু করতে পারি। তিনি তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে একথা বলেছিলেন, "আমার দলের সকলেই প্রকৃতপক্ষে ভাল খ্রীষ্টিয়ান এবং প্রভুর সেবা করতে আগ্রহী। তাদের যোগ্যতাও রয়েছে। যদিও তারা ব্যস্ত থাকেন তবুও তারা এধরনের প্রকল্পের জন্য সময় ব্যয় করতে আগ্রহী। আমার পক্ষে যতদুর সম্ভব ততটুকু সহজ করে তাদের সাধ্যের মধ্যে এই প্রকল্পটি রাখবো।"

পরবর্ত্তীতে তিনি তার এই পরিকল্পনার কথা প্রাচীনদের সভায় ঘোষণা করলেন। তিনি সহাস্যে নির্ভরতার সহিত তাদের আশ্বাসিত করে বললেন "আপনারা আপনাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সমূহ খুব সহজেই সম্পাদন করতে পারবেন, যেহেতু ইতিমধ্যে আমি বিষদভাবে এবিষয়ে আপনাদের জন্য কাজ করেছি।"

অতি সম্প্রতি মিঃ নাটু তাদের এই দলের সদস্য হয়েছেন। এই দলে যোগদানের পূর্ব্বে তিনি অন্য একটি মণ্ডলীর একজন সক্রিয় কার্য-কারী ছিলেন। তিনি পরিচর্যা করার মত একটি সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। তিনি মনে করেন এই কাজ করার জন্য তার পূর্ব্বের মূল্যবান অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাছাড়া তিনি প্রভুর পরিচর্যা করতে চান। একটি আলোচনা সভায় তিনি দৃঢ়তার সহিত তার বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন "এই ধরনের একটি প্রকল্প সম্পর্কে আমার ধারণা আছে" তাই আমার দায়িত্বের অংশের উপর আপনাকে বিষদভাবে কাজ করতে হবে না, আমি আমার অংশটুকু নিজেই করবো।"

"তিনি মনে করেন তিনি সবই জানেন"

"তিনি সহযোগীতা করতে চান না"

প্রতিউত্তরে মিশু বললেন "হ্যাঁ ঠিক আছে তবে ইহা আমার দায়িত্ব" যখনই আমি আমার পরিকল্পনা সমূহের উপর কাজ শেষ করবো, তখনই আপনাকে আপনার দায়িত্ব দেওয়া হবে।"

সেই সন্ধায় মিঃ নাটু তার স্ত্রীর কাছে অভিযোগ করে বলেছিলেন "মিঃ মিশু মনে করেন তিনি সবই জানেন। তিনি তার নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে উৎসাহী এবং মনে করেন অন্য কেউই উপযুক্ত নন। তিনি বললেন আমাদের সকলের জন্য তিনি বিষদভাবে কাজ করে আমাদের কাজ সহজ করে দেবেন। তিনি মনে করেন যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি তিনি শুধুমাত্র প্রভুর জন্য কাজ করতে চান।"

একই সন্ধায় মিঃ মিশুও তার স্ত্রীর কাছে অভিযোগ করে বলেছিলেন "মিঃ নাটু মনে করেন তিনি সবই জানেন। তিনি তার কর্মদক্ষতাকে দেখাতে চান। দলের অন্যান্যদের সঙ্গে সহযোগীতা করতে চান না।"

মিঃ মিশু ও মিঃ নাটুর উদাহরণের মাধ্যমে আমাদের কাছে হয়তো খ্রীষ্টিয় নেতৃত্বের সর্ব্বাপেক্ষা রূঢ় সমস্যাটি তুলে ধরা হয়েছে। নেতারা তার কাজের প্রকৃত অর্থ যারা তার সঙ্গে কাজ করেন, তাদের কাছে তুলে ধরতে ব্যর্থ হন। এই পাঠে আমরা এই ধরনের সমস্যার বিষয় শিখবো ও তার সমাধান আলোচনা করবো।

পাঠের খসড়া ঃ

যিহোশূয় একজন সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্পন্ন নেতা।
যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া।
নেতারা বাধা সমূহকে জয় করেন।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি ঃ

★ যিহোশূয়ের পটভূমিকায় আপনি নেতৃত্বের নীতিসমূহ বর্ণনা করতে ও সেগুলি চিহ্নিত করে তা ব্যবহার করতে পারবেন।

★ যোগাযোগ স্থাপনের ধারণাটি ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করতে পারবেন।

★ যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় নীতি সমূহকে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বর্ণনা করতে পারবেন।

★ ফলপ্রসূ নেতা হিসাবে শ্রবণ করবেন এবং আপনার মতামত ব্যক্ত করবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। বাইবেলের এই অংশগুলো পড়ুন ঃ যিহোশূয় ১ ; ৩ ঃ ১-১৩, ৪ ঃ ১-৮, ৬ ঃ ৬-১৭, ১৮ ঃ ১-৮, ২১ ঃ ৪৩-৪৫ এবং ২২ অধ্যায়।

২। সাধারণ নিয়মেই পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ও পাঠের মধ্যকার উত্তর গুলি স্বাভাবিক নিয়মেই করে যান।

৩। পাঠের শেষে যথারীতি পরীক্ষা দিন এবং বইয়ের শেষে প্রদত্ত উত্তর মালার সহিত আপনার উত্তর সতর্কতার সহিত মিলিয়ে নিন।

মূল-শব্দাবলী ঃ

প্রতিয়মান	যজ্ঞবেদী	দৃঢ়প্রত্যয়	পক্ষপাতিত্ব
সীমিত	সমঝোতা	প্রতীয়মান	প্রতিবন্ধকতা
ফলাবর্তন	শিবির	সাবলীলতা	সংবেদনশীলতা
আত্ম-প্রত্যয়	পরিসংখ্যান	রীতিনীতি	

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

যিহোশূয় ঃ একজন সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্পন্ন নেতা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ যিহোশূয় পুস্তকে ব্যবহৃত সাত প্রকারের যোগাযোগ স্থাপনের নীতি সমূহের উদাহরণকে চিহ্নিত করতে পারা।

নেতৃত্বের সহিত সম্পর্কযুক্ত বৈশিষ্ট এবং চরিত্রের প্রায় সবগুলোর বহিঃপ্রকাশই যিহোশূয়ের জীবনে ও তার কার্যের মধ্যে প্রতীয়মান। তিনি প্রথমে মোশির কাছ থেকে অনুসরণ করতে এবং পরে অন্যদের উৎসাহ ও নেতৃত্ব দিতে শিখেছিলেন। যখন তিনি ঈশ্বরের পরিচালক ও তাঁর মুখের অন্বেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তখনই তার লোকদের সঙ্গে তার সমস্যা হয়েছিল এবং তিনি নিজে কিছু কিছু ভুল করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সতর্কভাবে তার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি তার কার্যে সাহসিকতার আদর্শ স্থাপন করেছেন। তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য তিনি অন্যদের সহযোগীতায় কাজ করেছেন যেমন ঃ গুপ্তচর ও রাহব। নিঃসন্দেহে অনেকদিক থেকে যিহোশূয় একজন আদর্শ ও যোগ্য নেতা ছিলেন। তবুও এই পাঠে আমরা আমাদের পাঠ্য বিষয় একটি মাত্র বৈশিষ্টপূর্ণ চরিত্র যিহোশূয়কে নিয়ে সীমিত রাখবো। তিনি যোগাযোগ স্থাপনের মূলনীতিগুলো বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি অদ্বিতীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি এমন একজন নেতা ছিলেন যিনি ঈশ্বর ও মানুষ উভয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে জানতেন।

আমরা আমাদের পাঠ এমন একটি পরিস্থিতির অবতারণায় শুরু করেছি যেখানে দেখানো হয়েছে যে নেতা তার লোকদের সঙ্গে উপযুক্ত যোগাযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মিশু বিশ্বাস করেন যে লোকেরা দক্ষ কিন্তু ব্যস্ত। তিনি তাদের সাহায্য করতে আন্তরিক ভাবে আগ্রহী ছিলেন। প্রভুর পক্ষে কাজ করার জন্য মিঃ নাটুর সরলতা ও আগ্রহ ছিল। তথাপি তারা উভয়ই উভয়কে ভুল বুঝেছিল, যেহেতু তারা তাদের উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হন নাই।

ইহা সত্য এবং সম্ভব যে ঈশ্বরের লোক একে অপরকে ভুল বুঝতে পারে, যিহোশূয় পুস্তকে এমনি একটি ঘটনার মাধ্যমে ইহা

সহজভাবে অন্যদের দেখানো হয়েছে। স্মরণ করুন রূবেন, গাদ ও মনঃশী, অর্দ্ধবংশ তাদের অধিকার স্বরূপ যর্দ্দনের পূর্ব্বাঞ্চল লাভ করেছিল। তাহারা অন্যান্য ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে যর্দ্দনের পশ্চিম দিক দখল করতে গিয়েছিল। যখন তারা যুদ্ধে জয়ী হলো, তখন যিহোশূয় আর্শিব্বাদ পূর্ব্বক তাদের স্ব-স্ব-স্থানে পাঠিয়ে দিলেন (যিহোশূয় ২২)।

"আর কনান দেশস্থ যর্দ্দন অঞ্চলে উপস্থিত হইলে রূবেন সন্তানগণ, গাদ সন্তানগণ ও মনঃশির অর্দ্ধবংশ সেই স্থানে যর্দ্দনের ধারে এক যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিল, সেই বেদি দেখতে বৃহৎ" (যিহোশূয় ২২ : ১০) এর ফলে অন্য গোত্রের লোকেরা এতবেশী ক্রোধান্বিত হলো যে তারা পরস্পর যুদ্ধ করার চিন্তা করেছিল। পরে তারা শীলোতে ব্যতীত অন্য কোন স্থানে যজ্ঞবেদী নির্মাণ করতে রাজী হয় নাই। এর কারণ ছিল যেন তারা নিজেদের সত্য ঈশ্বরের আরাধনাকে অন্যান্য প্রতিমা, যেগুলো যন্ত্র তন্ত্র রাখা ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করতে পারে। সুতরাং ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ায় ও বিশ্বাসের চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য ইস্রায়েলীয়েরা তাদের ভাইদের বিদ্রোহ করার জন্য অভিশাপ দিয়েছিল।

রূবেন, গাদ, অর্দ্ধবংশীয় লোকদের মধ্যে ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিল। তারা আর্ত্তনাদ করে বলেছিল "না"। এই স্থানে যজ্ঞবেদী উৎসর্গ করার কোন পরিকল্পনা আমাদের নাই, তোমরা আমাদের এই উৎসর্গের অর্থ বুঝতে পারবে না। আমরা সরলভাবে সবাইকে একথা বলতে চাই যে শীলোতে যারা জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করতো, আমরা তাদেরই লোক। আমরা তার অবাধ্য হতে চাই না, বরং তাকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই। "আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জানাতে চাই যে আমরা তাঁর বংশের প্রজা।

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে যারা অতি সম্প্রতি একসঙ্গে পাশা-পাশি থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, এখন তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু যখনই অন্য গোত্রের লোকেরা এই যজ্ঞবেদীর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছিল তখন তারা সন্তুষ্ট হয়েছিল। প্রত্যেকেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল। তাই যোগাযোগ স্থাপন অনেক সময় প্রকৃত ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে।

১-৩ যদি আপনি যিহোশূয় ২২ অধ্যায় ইতিমধ্যে পড়ে না থাকেন এখন পড়ুন। ১১-২৪ পদের প্রতি বিশেষ নজর দিবেন। পরে যে বাক্যটি যথপোযুক্ত বলে মনে হয় সেটিকে চিহ্নিত করুন।

১। যখন ইস্রায়েলীয়েরা শুনতে পেয়েছিল যে গিলিয়দে যজ্ঞবেদী নির্মাণ করা হয়েছে তখন তারা ঃ—

ক) জানতো কেন ইহা নির্মাণ করা হয়েছে।

খ) জিজ্ঞাসা করেছিল ইহা নির্ম্মাণের কারণ কি।

গ) কল্পনা করেছিল কেন ইহা তৈরী করা হয়েছে।

২। ইস্রায়েলীয়েরা ক্রোধান্বিত হয়েছিল এবং যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেহেতু ঃ—

ক) অন্য বংশের লোকেরা পাপ করেছিল।

খ) তারা মনে করেছিল যে অন্য গোত্রের লোকেরাও পাপ করেছিল।

গ) তারা সর্ব্বদা অন্যের কাজের ব্যাপারে ভুল মনোভাব গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতো।

৩। ইস্রায়েলীয় প্রতিনিধিরা অন্য গোষ্ঠির কাছে গিয়েছিল এবং ঃ—

ক) জিজ্ঞাসা করেছিল কেন তারা এই যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করেছে।

খ) তাদের যজ্ঞবেদী ভেঙ্গে ফেলতে বলেছিল।

গ) ঈশ্বরের বিরূদ্ধাচরণের জন্য তাদের দোষারোপ করেছিল।

৪। এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান কল্পে ইস্রায়েলীয়েরা কি করতে পারতো ?

.....

.....

৫। এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান কল্পে রূবেন, গাদ ও অর্দ্ধবংশীয় মনঃশীরা কি করতে পারতো ?

.....

.....

এই ঘটনাটি আমাদের জন্য অর্থপূর্ণ যেহেতু ইহা আমাদের দেখতে সাহায্য করছে, কেন যিহোশূর মত নেতা আমাদের প্রয়োজন। ঈশ্বর জানতেন ঐ সময় তাদের জন্য ঐ ধরনের বিশেষ পদক্ষেপের প্রয়োজন

ছিল, যে সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সতর্ক পরিচালনাই তাদের ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছিল। এই নতুন জীবনের শুরুতে একটি অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে তাদের এমন একজন নেতারই বিশেষ প্রয়োজন ছিল, যিনি ঈশ্বরের কথা শুনবেন এবং লোকদের মধ্যে সমঝোতা ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

মোশি যিহোশূয়কে একজন উপযুক্ত সেনাধক্ষ্য হবার শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যিহোশূয় ঈশ্বরের যে বাক্য শিখেছেন এবং তদনুসারে নিজে চলেছেন। ঈশ্বরের নির্দেশ ও প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই তার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান এসেছিল। "তুমি এই লোকদের দ্বারা দেশ অধিকার করাইবে..... বলবান হও ও অতিশয় সাহস কর .... তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সহবর্ত্তী হইবেন (যিহোশূয় ১ঃ ৬-৯)।

দৃশ্যতঃ যিহোশূয় একজন নত-নম্র মনোভাবের ব্যক্তি ছিলেন। ভয় করিওনা—কথাটি ঈশ্বর তাকে কয়েকবার বলেছেন। তবুও যখন তিনি তার আহ্বান সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন, তখনই তিনি তার সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। নেতা হিসাবে তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল তার সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দান ও তাদের কাজ সম্পর্কে একটি যথাযথ ধারণা দেওয়া। "তখন যিহোশূয় লোকদের অধ্যক্ষগনকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা শিবিরের মধ্য দিয়া যাও, লোক-দিগকে এই কথা বল, তোমরা আপনাদের জন্য পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত কর, কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাদিগকে যে দেশ দিতেছেন, সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিবার জন্য তিনদিনের মধ্যে তোমাদিগকে এই যর্দ্দন পার হইয়া যাইতে হইবে" (যিহোশূয় ১ঃ ১০-১১)।

এই স্থান থেকেই আমরা দেখি যিহোশূয় তার লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের একটি বিশেষ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, এবং যোগাযোগ সম্পর্কে তার যে গভীর গুরুত্ব পূর্ণ দক্ষতা রয়েছে তা আমরা দেখতে পাই। আমরা যিহোশূয় পুস্তকে সাত প্রকারের বিশেষ যোগা-যোগ স্থাপনের বিষয় দেখতে পাই। আপনার বাইবেল খুলে রাখুন যাতে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার সময় আপনি এর প্রতিটি উদাহরণ

খুঁজে পেতে পারেন। ইচ্ছা করলে ভবিষ্যতের জন্য এগুলিকে আপনার বাইবেলে দাগ দিয়ে রাখুন।

নির্দ্দেশমূলক বাক্য ঃ

যিহোশূয় ২ ঃ ১, ৩ ঃ ২-৪, ৯ ; ৮ ঃ ৩-৮)

অধ্যক্ষগণ বিভিন্ন শিবিরের মধ্যে গিয়ে লোকদের সঠিকভাবে কি কাজ করতে হবে তা বর্ণনা করলেন। যিহোশূয় নিশ্চিতভাবে যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা যেন প্রত্যেকটি লোক শুনতে ও বুঝতে পারে, তার জন্য এই বিজয় যাত্রার প্রাক্কালে তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। বিশেষ নির্দ্দেশগুলি বিভিন্ন গোত্রের লোকদের জন্য বার বার উল্লেখ করা হয়েছিল। বিভিন্ন ব্যক্তিকে ও গোত্রের লোকদের বিশেষ দায়িত্বের জন্য পৃথক করা হয়েছিল। যাদের বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তাদের কাছে প্রতিটি কর্মসূচীকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। যিহোশূয় তাদের বলেছিলেন "তোমরা আইস এবং শুন" (যিহোশূয় ৩ ঃ ৯) কোন বিষয়ই তাদের কাছে অপরিষ্কার ছিল না। প্রত্যেকের কার্য সুষ্টভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রত্যেকেই তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাযথ ভাবে লাভ করেছিল।

এই বিচক্ষন নির্দ্দেশ দানের ফলশ্রুতি স্বরূপ তাদের সাফল্য বয়ে এনেছিল গুপ্তচর বৃত্তিতে, যর্দ্দন নদী পার হতে, যিরীহোর পতনে ও সর্ব্বোপরি তাদের এই গৌরবোজ্জল বিজয় যাত্রায়। কয়েকজন ছাড়া প্রতিটি ব্যক্তিই "যিহোশূয়ের আজ্ঞানুসারে কর্ম করিল" (যিহোশূয় ৪ ঃ ৮)। যেহেতু তারা প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ কার্য সম্পর্কে জানতো, যার ফলে একজন অন্যজনের সহযোগীতায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছিল।

উৎসাহজনক বাক্য ঃ

(যিহোশূয় ৩ ঃ ৫ ; ১০ ঃ ২৪-২৫ ; ২৩ ঃ ৫)

যিহোশূয় লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন "তোমরা কাছে আইস, এই রাজগনের ঘাড়ে পা দেও .....ভীত ও নিরাশ হইও না, বলবান হও ও সাহস কর .....তোমাদের সকলের প্রতি সদাপ্রভু এইরূপ করিবেন" (যিহোশূয় তার লোকদের সহিত বিজয় উল্লাসের আনন্দ মুহূর্ত ও উৎসাহ-জনক পরিস্থিতি উপভোগ করেছেন। তিনি

তাদের বুঝতে সাহায্য করেছিলেন যে প্রতিটি বিজয় একটি সম্পাদিত কাজের চেয়েও মহৎ। ইহা ভবিষ্যতের জন্য প্রতিজ্ঞার একটি অংশ। ইহা ছিল ঈশ্বরের আশির্ব্বাদের প্রমাণ, যার প্রত্যাশা আমরা ভবিষ্যতেও করতে পারি। তিনি এইভাবেই লোকদের তাদের বিশ্বাস ও কাজের জন্য আত্মোৎসর্গকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

আজ্ঞা ও নির্দ্দেশাবলী ঃ

(যিহোশূয় ৬ ঃ ১৬)

একজন সৈনিক নেতা হিসাবে যিহোশূয় লোকদের জন্য কিছু সুস্পষ্ট আজ্ঞা ও নির্দ্দেশের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। যিরিহোর পতনের উদাহরণে আমরা দেখতে পাই যে, এমন সময় উপস্থিত হয় যখন একজন নেতাকে সম্পূর্ণ বাধ্য হতে হয়। যিহোশূয় নেতা হিসাবে আমাদের জন্য একটি আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তিনি তার অনুসারীদের জন্য চিন্তা ও তাদের সম্মান করতেন। যার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে লোকেরা তার প্রতি আস্থা ও তাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিল। এবং যখন তাদের জন্য বাধ্যতার প্রয়োজন হয়েছিল তখন তারা সে বিষয়ে যথাযথ সাড়াও দিয়েছিল। এই শিক্ষাটি বিশেষতঃ যারা নব্য তরুন তরুনীদের সঙ্গে কাজ করেন সেইসব নেতাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন।

তথ্য (শিক্ষা)

(যিহোশূয় ২৪ ঃ ১-১৩)

যিহোশূয় তার লোকদের ইতিহাসকে এবং তাদের উদ্দেশ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। একজন বিজ্ঞ নেতা হিসাবে তিনি জানতেন লোকদের কাছে তথ্য প্রকাশ করা তার দায়িত্ব, এবং সেই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তাদের সচেতন করা যেগুলো সামগ্রিক ভাবে তাদের এই কাজের উপর প্রভাব ফেলবে। যারা প্রভুর পক্ষে কাজ করেন তাদের কাছে শাস্ত্রীয় মৌলিক সত্যগুলির শিক্ষা সর্ব্বদা নতুন ভাবে তুলে ধরা উচিৎ। যিহোশূয় তাদের কাছে একথা বলেননি যে তোমাদের "ইতিমধ্যে প্রত্যেকেরই ইহা জানা উচিৎ ছিল" বরং তিনি ধৈর্যের সঙ্গে বার

বার তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য তুলে ধরেছেন। যোগাযোগ স্থাপনের একটি প্রকল্প কোন অবস্থাতেই সমাপ্ত হয় না। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার জন্য নেতা সর্ব্বদাই দায়িত্বশীল থাকেন।

অনুপ্রাণীত করা (পরামর্শদান):

যিহোশূয় ২৩ : ৬-১৬, ২৪ : ১৪-২৪

খ্রীষ্টিয় কাজের ক্ষেত্রে যোগাযোগ স্থাপন অধিকাংশ সময়ে প্রচার অথবা পরামর্শ দানের দ্বারা হয়ে থাকে। কোন কোন নেতা মনে করেন সর্ব প্রকার যোগাযোগ স্থাপনই সর্বদা এইরূপে হয়ে থাকে। মনে হয় লোকদের কাজ করবার জন্য তারা সর্বদাই তর্ক বিতর্ক করে, নেতাদের ইচ্ছানুসারে তাদের কাজ করবার জন্য তারা পীড়াপীড়ি করেন। যখন এইভাবে অতিরিক্ত পীড়াপীড়ি করে কাজ করান হয় তখন এর সুফল বিলুপ্ত হতে থাকে। কিভাবে অনুপ্রেরণা যোগান যায় যিহোশূয় আমাদের কাছে তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত রেখেছেন। ঈশ্বর যিহোশূয়কে এই লোকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি তাদের ভবিষ্যৎ কাজের জন্য তাদের আত্মোৎসর্গের কথা বলেন। যিহোশূয়ের কথার মধ্যে চারটি প্রধান উপাদান লক্ষ্য করুন। সমস্ত ফলপ্রসূ পরামর্শের জন্য যোগাযোগ স্থাপনের এই নমুনা সমূহ অনুসরণ করা যায়।

১। **যাহা হৃদয়কে আলোড়িত করে:** "কিন্তু তোমাদের সদাপ্রভু তোমাদের জন্য যাহা পূর্বে করিয়াছেন, সুতরাং ইহা তোমাদের জন্য বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত যে ঈশ্বর ভবিষ্যতে অনুরূপ কার্যও তোমাদের জন্য করিবেন" (যিহোশূয় ২৩ : ১৪-১৬)।

২। **সাবধান বাণী:** "তোমরা যদি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আদিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন কর····· তবে তোমাদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইবে ·· (যিহোশূয় ২৩ : ১৬)।

৩। **চ্যালেঞ্জ দান করা:** "অতিশয় সাহস কর" (যিহোশূয় ২৩ : ৬)।

৪। **সাড়া দেওয়ার সুযোগ দিন:** "তবে যাহার সেবা করিবে, তাহাকে অদ্য মনোনীত কর" (যিহোশূয় ২৪ : ১৫)।

রেকর্ড ও রিপোর্ট ঃ

যিহোশূয় ১২-২০ অধ্যায়

যোগাযোগ স্থাপন লিখিত ভাবে অথবা মৌখিক ভাবে করা যেতে পারে। সমস্ত কার্যের বিবরণ ও তথ্যাদি সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করে রেখে যিহোশূয় নেতৃত্বদানের একটি প্রয়োজনীয় দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন। এই ভাবেই তার কার্যের সমস্ত প্রচেষ্টার ফল তিনি নিখুঁত ভাবে পরিবেশন করেছিলেন। হয়তো বা লোকেরা এই সমস্ত বিবরণ বা তথ্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করা বেশী উপভোগ করেননি, কিন্তু সমস্ত যোগ্য নেতারা এই ধরনের কাজের জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। যদি ঈশ্বরের মনোনীত নেতারা এই সমস্ত তথ্যাদি ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করে না রাখতেন, তাহলে আমরা ঈশ্বরের ও তার সন্তানদের সম্পর্কে কত'না বিষয়ে অজ্ঞ থাকতাম।

প্রতীকি যোগাযোগ স্থাপন করা ঃ

যিহোশূয় ৪ ঃ ১-৯

"এই প্রস্তরগুলি কি অর্থ বহন করে?" যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছে এমনই একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা কোন ব্যক্তির মনের অর্থকে অন্য ব্যক্তির কাছে সঠিক ভাবে পৌঁছে দেয়। ইহা শুধুমাত্র লিখিত অথবা মৌখিকভাবে সম্পাদিত হয় না বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমেও ইহা স্থাপিত হয়ে থাকে। একখানি প্রস্তর স্তম্ভের মাধ্যমে যিহোশূয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলতে চেয়েছিলেন। প্রতীক যোগাযোগ স্থাপন আজও আমাদের মণ্ডলীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেভাবে আমাদের চেয়ার টেবিল সাজানো হয়, যাজকগণ যেভাবে তাদের পরিচ্ছদ পরে থাকেন। প্রতীক যোগাযোগ স্থাপনের অংশরূপে আমরা হাটুপাতি, হাতে তালী দেই ও হাত নাড়াই ইত্যাদি। যদিও তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে লোকদের উদ্দেশ্যে ইহা করেন না তবুও ভাল নেতারা বুঝতে পারেন যে, লোকেরা তার দৈহিক ভঙ্গি ও বাচন ভঙ্গির মাধ্যমে কিছু অর্থ খুঁজে পায়। সুতরাং প্রতীক ও কথার মাধ্যমে কিভাবে ফলপ্রসূ যোগাযোগ স্থাপন করা যায় তাহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

৬। যিহোশূয়ের পুস্তকে যে সাত প্রকারের যোগাযোগ স্থাপনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা আপনার স্মৃতি শক্তি থেকে উল্লেখ করুন। ডান পাশের সহিত বা পাশের মিল দেখান। যোগাযোগের সঠিক সংখ্যাটি বা দিকের সঠিক বর্ণনার পাশে বসাতে হবে।

.....ক) "অদ্যই তোমরা মনোনীত কর কার সেবা তোমরা করবে···আমি ও আমার পরিজন আমরা সদাপ্রভুর সেবা করিব" (যিহোশূয় ২৪ ঃ ১৫)	১। নির্দেশ-মূলক বাক্য
	২। উৎসাহ-জনক বাক্য
.....খ) "প্রস্তরগুলির উপরে যিহোশূয় মোশির ব্যবস্থা সমূহ লিখিলেন" (যিহোশূয় ৮ ঃ ৩২)	৩। আজ্ঞা-মূলক বাক্য
	৪। তথ্যাদি-মূলক বাক্য
.....গ) "তোমরা এখানে আইস, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্য শুন" (যিহোশূয় ৩ ঃ ৯	৫। পরামর্শ-মূলক বাক্য
.....ঘ) "প্রত্যেক জন একখানি প্রস্তর তুলিয়া স্কন্ধে কর..... যেন তাহা চিহ্নরূপে থাকে" (যিহোশূয় ৪ ঃ ৫-৬)	৬। রেকর্ড-মূলক বাক্য
	৭। প্রতীক-মূলক বাক্য
..... ঙ) "ভীত ও নিরাশ হইও না, বলবান হও ও সাহস কর" (যিহোশূয় ১০ ঃ ২৫)	
.....চ) "ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন" (যিহোশূয় ২৪ ঃ ২)	
.....ছ) "আর তোমরা সেই বর্জিত দ্রব্য হইতে আপনাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিও, যাতে তোমরা তোমাদের নিজেদের ধ্বংস না আন" (যিহোশূয় ৬ ঃ ১৮)	

যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া ঃ
নেতারা বাধা সমূহ চিনতে পারেন ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া এবং যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু বাধা সমূহের বর্ণনা দিতে পারা।

আমরা ইতিমধ্যেই যোগাযোগ স্থাপনের কতিপয় উদাহরণ পরীক্ষা করে দেখেছি, এখন এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে প্রস্তুত। যে বিষয় গুলো আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি, আসুন তাই নিয়েই শুরু করি। প্রথমেই দেখব বস্তু বিষয়ক উৎস যার দ্বারা যোগাযোগ করা করা হয় অথবা ব্যক্তি যিনি যোগাযোগ রক্ষায় ইচ্ছুক। ব্যক্তির উৎসের একটি উদ্দেশ্যে অথবা নিজস্ব একটি অর্থ রয়েছে। এটা হতে পারে কোন ধরনের তথ্য, ধারণা বা অনুভূতি। এমন একজন গ্রাহক রয়েছেন যার উদ্দেশ্যে এই অর্থকে তুলে ধরা হচ্ছে। যিনি গ্রাহক তিনি একজন শূন্য পাত্রের সমতুল্য নয়, তিনি একজন ব্যক্তিসত্ত্বা যার নিজস্ব একটি ধারণা রয়েছে, যাহা সেই প্রাপ্ত অর্থের ক্ষেত্রে কিছু প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অর্থকে প্রকাশ করার জন্য ব্যক্তি উৎসের অবশ্যই একটি পদ্ধতি অথবা পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করতে হবে যেমন ভাষা ও অন্যান্য প্রতীক। যোগাযোগ স্থাপন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তি উৎসের ইচ্ছানুসারে তার প্রেরিত তথ্য যেন প্রাপক নির্ভুল ভাবে বুঝতে পারে।

আমরা অধিকাংশ লোক একথা কখনই উপলব্ধি করতে পারি না যে একাজ সম্পাদন করা কত কঠিন। উদ্দেশিত অর্থের ও গৃহীত অর্থের মাঝে অসংখ্য বাধা রয়েছে। যোগাযোগ স্থাপনের এই প্রক্রিয়া বুঝতে হলে একদিকে এর পথের কিছু বাধা সমূহে বিবেচনা করা দরকার। তার পরেই আমরা দেখতে পাবো, এই সবের উপরে জয়ী হয়ে নেতা কিভাবে ফলপ্রসু যোগাযোগ স্থাপন করেন। নিম্নে সাত প্রকারের বাধা সমূহের বিবরণ দেওয়া হোল যেগুলি সাধারণতঃ সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে।

১। **ভাষা ঃ** এমন কতগুলি শব্দ রয়েছে যেগুলো একাধিক অর্থ প্রকাশ করে। ভৌগলিক স্থান বিশেষে অর্থ প্রকাশ করে এমন কতগুলো শব্দও রয়েছে। বাইবেল ভিত্তিক এমন অনেক শব্দ আছে যাহা বিশেষ অথবা আলঙ্কারিক অর্থ প্রকাশ করে। স্মরণ করুন "নতুন জন্ম" শব্দটি নীকদীমের ক্ষেত্রে যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল (যোহন ৩ ঃ ১-১২) যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য কখনও সার্থক হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের মধ্যে শব্দের অর্থবহতা অভিন্ন হয়।

২। **প্রতীকসমূহ ঃ** অধিকাংশ যোগাযোগ স্থাপন যা আমরা করি তা কখন বলার মাধ্যমে হয় না। একজন পালক একবার বলেছিলেন তিনি তার শিক্ষিকার বাইবেল ধরার ধরণ দেখে প্রথমে বাইবেল স্কুলে যোগদানে ইচ্ছুক হন। তিনি বলেছিলেন "আমি জানতাম তিনি তার ঐ বইটিকে ভালবাসেন।" "এবং আমি জানতে চাইলাম কেন ঐ বইটি তার কাছে এত বেশী প্রিয়, তিনি তার ঐ বইটির প্রতিটি পাতা যত্নের সহিত উল্টাতেন এবং বইটি কোমল ভাবে ধরতেন" ইহা হচ্ছে একটি হ্যাঁ বোধক প্রতীক যোগাযোগ স্থাপন পদ্ধতি। যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বাধা তখনই প্রতীয়মান হয়, যখন ব্যবহৃত কথা প্রতীকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় (যেমন অঙ্গভঙ্গি, চলাফেরা, মুখের ভঙ্গি, গলার স্বর ইত্যাদি)। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন একজন লোক বলছেন তিনি তার বাইবেলকে ভালবাসেন এবং সে অবজ্ঞা সূচক ভাবে সেটিকে নীচে ফেলে দেন এবং সেটিকে ভুলে যান। এর দ্বারা আমরা কি বুঝব তিনি ঐ বইটিকে ভালবাসেন না অশ্রদ্ধা করেন।

৩। **রীতিনীতি ঃ** প্রতিটি জন-গোষ্ঠি একটি বিশেষ আচরনের মধ্যে দিয়ে গঠিত হয়ে থাকে যাকে আমরা রীতিনীতি বলে থাকি। অনেক সময় লোকেরা ঐ রীতিনীতি এমন ভাবে গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস করে যে ঐগুলিই একমাত্র সঠিক উপায়। উদাহরণ স্বরূপ কোন কোন গোত্রের মহিলারা একে অন্যের সঙ্গে দেখা হলে করমর্দ্দনের প্রত্যাশা করেন, পক্ষান্তরে অন্য গোত্রের মহিলারা চুম্বনের আশা করেন। যখন এই ধরনের রীতিনীতিকে উপেক্ষা করা হয় তখনই যোগাযোগ স্থাপন বিঘ্নিত হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে দুঃখজনক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টিও হয়।

৪। **পক্ষপাতিত্ব ঃ** আমরা লোকদের সঙ্গে ফলপ্রসু ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমাদের সমতুল্য বিবেচনা না করি। বাইবেলের কয়েকটি স্থানে এই পক্ষপাতিত্বের ফলে যোগাযোগ স্থাপন বিপর্যস্ত হতে দেখা যায়। যেহেতু ইস্রায়েলীয়দের তুলনায় শমরীয়রা ও অন্যান্য পরজাতীয়েরা নগন্য বলে চিহ্নিত ছিল, সেই হেতু যীশুর সুসমাচার

তাদের কাছে যথোপযুক্ত ভাবে তুলে ধরা যায়নি। এই জন্যই যীশু এই পক্ষপাতিত্বের সমস্যার উপরে জয়ী হবার জন্য পিতরকে দর্শন ও পরিচালনা দান করেছিলেন (প্রেরিত ১০)।

৫। **সামাজিক মর্যাদা ঃ** অধিকাংশ লোক তাদের অবস্থানে থেকে সমাজের প্রতিষ্ঠিত অথবা নিম্নপর্যায়ের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমস্যা বোধ করেন। সাধারণতঃ দুইজন কৃষক একে অপরের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, কিন্তু তারা একজন দীন মজুরের সঙ্গে তা সহজে করতে পারেন না। অনেক ধনবান খ্রীষ্টিয়ান আছেন যারা কোনদিনই তাদের ঘরের দাসদের কাছে সাক্ষ্য দেন না। অনেক খ্রীষ্টিয়ান দাস আছে যারা কোনদিন তাদের মনিবের কাছে সাক্ষ্য দেন না। এই সকল কারণে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য থাকা সত্বেও, যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার জন্য ইহা ফলপ্রসূ হয় নাই। সাফল্য জনক নেতৃত্বের জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লোকদের কাছে কিভাবে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয় তার প্রয়োজনীয় দক্ষতাকে অবশ্যই জানতে হবে। প্রথম যে পদক্ষেপটি এই ক্ষেত্রে দরকার তা হচ্ছে সামাজিক পদমর্যাদারূপ বাধাটি সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া এবং আন্তরিক ভাবে এর উপর বিজয়ী হবার আশা করা।

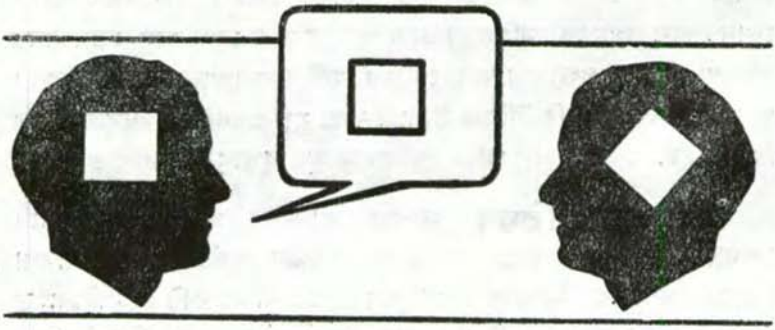

ব্যক্তি উৎস	পদ্ধতি	গ্রাহক ব্যক্তি
নিজস্ব ইচ্ছা অথবা অর্থ	ভাষা, প্রতীক	নিজস্ব ধারণা

৬। **বয়স ও নারী-পুরুষের পার্থক্য ঃ** যারা যোগাযোগ স্থাপন করতে চান তাদের ক্ষেত্রে সামাজিক পদমর্যাদার ন্যায় বয়স ও নারী-পুরুষের পার্থক্য খুবই গভীর ও সম্পর্কযুক্ত একটি বিষয়। প্রাচীনেরা হয়তো যুবক যুবতীদের কাছে নিজেদের প্রকাশ করতে একটু অসুবিধা বোধ করেন, হয়তো তাদের মূল্যবোধ ও আগ্রহ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। উদাহরণ স্বরূপ ঃ একজন নেতা ঘোষণা করলেন যে তার প্রকল্পে যে সমস্ত যুবক যুবতী সাহায্য ও সহযোগীতা করবে তাদের পুরস্কার স্বরূপ পালকের ঘরে একদিন নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করা হবে। কিন্তু যুবক যুবতীদের জন্য এই প্রস্তাবটি মনোপূত হয় নাই। তারা লেকের পার্শ্বে একটি বনভোজের প্রত্যাশা করেছিল। যাতে নেতা অপমানিত ও ক্রোধান্বিত হলেন। ফলশ্রুতিতে এই প্রকল্পটি ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে নাই।

নারীদের সমধিকার ধারণাটি বর্তমান বিশ্বে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অস্বাভাবিক মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছে। অনুভূতিশীল নেতারা এই ব্যাপারটিকে এড়িয়ে চলেন না। এই ব্যাপারটি সম্পর্কে তারা চিন্তা ও প্রার্থনা করবেন এবং নারী-পুরুষ ও বয়ঃভিত্তিক সকলের মূল্যবোধ ও প্রয়োজনের কথা চিন্তা করবেন। যদিও ইহা একটি কঠিন কাজ তবুও একজন খ্রীষ্টিয়ান নেতার পক্ষে একটি আশা-ব্যঞ্জক দিক হচ্ছে তিনি জানেন যে তিনি ঈশ্বরের মহান ভালবাসার গণ্ডির মধ্যে একটি স্থান দখল করে আছেন।

৭। **ব্যক্তিত্ব ঃ** অদ্বিতীয় প্রতিটি ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে প্রতিটি দল গঠিত হয়। নেতৃত্বের প্রধান কাজ হচ্ছে দলের উদ্দেশ্যকে গ্রহণ যোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত করে তোলার জন্য দলের সকলের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগীতার মনোভাব সৃষ্টি করা। এই কাজটি সম্পাদনের জন্য নেতাকে অবশ্যই প্রত্যেকের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। নেতারা কখন একথা চিন্তা করে অবশ্যই ভুল করবেন না যে তার ইচ্ছা অনুযায়ী দলের অন্যান্য সকলেই তার মত একই মত পোষণ করবেন। তাকে অবশ্যই একথা উপলব্ধি করতে হবে যে, যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়ায় আসল লক্ষ্য ও শেষ ফল ব্যক্তির উৎসের ইচ্ছানুসারে হয় না, কিন্তু সাধারণ লোকের পূর্বচিন্তিত অর্থই প্রতিষ্ঠিত হয়ে দাড়ায়।

৭। এই পাঠে আপনি যা শিখেছেন তার উপর ভিত্তি করে, আপনার নিজের ভাষায় "যোগাযোগ স্থাপনের" একটি সংজ্ঞা লিখুন।

.....

.....

৮। এই পাঠে আপনি যা শিখেছেন তার উপর ভিত্তি করে, আপনার নিজের ভাষায় "যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বাধা" সমূহের একটি সংজ্ঞা লিখুন.....

.....

৯। এমন একটি পরিস্থিতির কথা আপনার অভিজ্ঞতা থেকে স্মরণ করুন যেখানে "যোগাযোগ স্থাপনের" ক্ষেত্রে কিছু বাধা থাকার জন্য ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল।

পূর্ব্ব ধারণার গুরুত্ব ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ যোগাযোগ স্থাপন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারা।

আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি ব্যক্তির উৎসের তথ্যের প্রকৃত অর্থ গ্রাহক ব্যক্তির পূর্ব্ব ধারণা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। অন্য কথায় প্রকৃত পক্ষে প্রেরিত তথ্যের অর্থ প্রাপক নিজে যা মনে করেন তাই হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হলে তাদের ধারণা সমূহ সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের কিছু জানতে হবে।

পূর্ব্বে আমাদের উল্লেখিত বিষয় যেমন, বয়স, নারী-পুরুষের পার্থক্য সামাজিক পদমর্যাদা ও রীতিনীতির উপর আংশিক ভাবে কোন লোকের ধারণা সমূহের ফল নির্ভর করে। এছাড়া আরো দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উপরে ইহা নির্ভর করে যেমন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা। যারা যোগাযোগ স্থাপন শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ, তারা এই ব্যক্তিত্ব মূলক বিশ্লেষণের মতে কার্ল জাং এর চিন্তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে একটি খবরকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এই ব্যক্তিত্বের শ্রেণী বিকাশের ক্ষেত্রে চার প্রকারের লোক রয়েছেন ঃ তারা হলেন নিম্নরূপ—

১। চিন্তাশীল লোক ঃ যারা আশা করেন নেতারা তাদের সমস্ত ঘটনা যুক্তি তর্কের অত্যন্ত সতর্ক ভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

২। অনুভূতিশীল লোক ঃ যাদের আবেগকে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণীত করা প্রয়োজন।

৩। সচেতনশীল লোক ঃ যাদের প্রমাণ ও সাক্ষ্য উভয়ই দরকার।

৪। জ্ঞানবান লোক ঃ যারা শীঘ্র কোন একটি সমাধানে উপনীত হতে চান এবং অজ্ঞাত অর্থের অন্বেষণ করেন।

যে নেতারা উপরোক্ত চার ধরনের ব্যক্তিত্ব গুলোকে উপলব্ধি করেন, তারা তাদের দলের কাছে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য রাখতে সমর্থ হবেন। তারা এও বুঝতেও সক্ষম হবেন কেন একটি দল অন্য দলের তুলনায় বেশী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উত্তর দেয়। তাদের পক্ষে দলের ব্যক্তিদের প্রয়োজন, দায়িত্ব, আগ্রহ অনুযায়ী সঠিক সাহায্য করাও সম্ভবপর হয়ে উঠে। তারা তার জন্য সঠিক ফলপ্রসূ পরিচালনা ও শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে পারবেন। যেহেতু তাদের মৌলিক চরিত্র ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে তার ধারণা রয়েছে, তাই যখন কোন ব্যক্তি তার কথা বুঝতে অপারগ হন, তখন তিনি রাগান্বিত বা লজ্জিত হবেন না।

আরেকটি উপায়ে এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধারা বর্ণনা করা যায় যা হচ্ছে ঃ ব্যক্তির নির্ভর শীলতার উপর অথবা তিনি কিভাবে নিজের স্বাধীনতা প্রকাশ করেন তার উপর। নির্ভরশীল ব্যক্তি নেতার কাছ থেকে যথেষ্ট নির্দেশ আশা করেন। যাহাকে কখনও কখনও স্বতঃস্ফূর্ত ধরণ বলা হয়। স্বাধীন ব্যক্তি নিজের ধ্যান ধারণা প্রকাশ করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। তিনি আশা করেন যে তার নেতা তাকে সাধারণ ভাবে পরামর্শ দিবেন ও তার সৃজনশীলতা প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ দিবেন। দৃশ্যতঃ নেতার জন্য ইহা একটি সুবর্ন সুযোগ যে লোকেরা কিভাবে একটি চিন্তার ব্যাখ্যা করেন তা জানা।

লভ্য অভিজ্ঞতার উপরই সমস্ত ধারণা নির্ভর করে এবং সমস্ত যোগাযোগ স্থাপন নির্ভর করে, প্রকাশিত সমস্ত লভ্য অভিজ্ঞতার উপর। সেই জন্য কোন তথ্য প্রেরিত ও গ্রহণ যোগ্য তখনই হয় যখন

উভয় ব্যক্তি তাদের মৌলিক অভিজ্ঞতা দ্বারা তাদের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করেন। কোন দলের মৌলিক লভ্য অভিজ্ঞতা ছাড়াও, দলের প্রত্যেক ব্যক্তির একটি বিশেষ ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থাকে, যা তাকে একটু ব্যতিক্রমী ভাবে চিন্তা ও ভাবতে বাধ্য করে। এদের মধ্যে হয়তো তার চমকপ্রদ কোন অভিজ্ঞতা, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ, ঝড়ের মধ্যে রক্ষা পাওয়া ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা যেমন, বিবাহ ও চাকুরী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অর্থ যেমন স্থান, লোকজনের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় একটি অভিজ্ঞতার জন্য এর একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী অর্থ প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং যখন কোন একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় তখনই যোগাযোগ স্থাপনের একটি উৎসের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সমস্ত যোগাযোগ স্থাপনের শুরু কোন ব্যক্তির একটি বিশেষ ক্ষেত্রের প্রকাশিত অভিজ্ঞতা থেকে শুরু হয় এবং সেই তথ্য ব্যক্তির উৎসের মাধ্যমে গ্রাহকের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তার কাছে পৌঁছাবে। চিত্রের মাধ্যমে ইহার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ

যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া

যোগাযোগ স্থাপন তখনই কার্যকারী হয় যখন লভ্য অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং বাধা সমূহকে জয় করা হয়।

১০। একজন খ্রীস্টিয় শিক্ষা পরিচালক তার একটি কর্মী সভায় নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বললেন "খুব ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য আমাদের একটি বিশেষ কক্ষের প্রয়োজন। যদি আমরা কিছু আসবাব পত্রের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে আমাদের গির্জা ঘরের ছোট্ট কক্ষটি ব্যবহার করতে পারবো।"

মিস্ "ক" যিনি একজন নার্স তিনি তার কথার সম্মতি জানালেন, বললেন কক্ষটি পরিস্কার রাখার জন্য আমাদের যথেষ্ট চাদর ও নিরাপত্তা শিশু-শয্যা দরকার। মিসেস "খ" যিনি ৫ জন সন্তানের মা তিনি বললেন "হ্যাঁ" আমরা তা করতে পারি কিন্তু প্রথমে মা'দের জন্য একটি দোলনার চেয়ার এবং কিছু খেলনার দরকার।

এই আলাপের মধ্যে থেকে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারি।

ক) নেতা সুস্পষ্ট তথ্য পরিবেশন করেন নাই।
খ) নার্স একজন জিদ্‌কারী ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী।
গ) বাস্তব অভিজ্ঞতা চিন্তা ধারাকে প্রভাবিত করে।
ঘ) এই মা চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী।

১১। এই পাঠের শুরুতে আমরা যে উদাহরণটি ব্যবহার করেছি সেটি আবার দেখুন। মিঃ জাং-এর ব্যক্তিত্ব বিকাশ মতবাদ অনুসারে মিঃ মিশুকে আপনি কোন্ শ্রেণীভুক্ত করবেন ?.....
.....

যদি আপনি তাকে একজন নির্ভরশীল অথবা স্বাধীন ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত করেন তবে আপনি তাকে বলতে পারেন .....
.....

নেতারা যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বাধা সমূহকে জয় করেন ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ নেতারা যাদের পরিচালনা দেন তাদের সঙ্গে কিভাবে সন্তোষজনক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন তার ব্যাখ্যা দিতে পারা।

ইতিমধ্যে আমরা অনেক বিষয় শিখেছি এবং দেখেছি যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে নেতারা অনেক ভুল প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন এবং তারা বিশ্বাস করেন যাহা কিছু তারা বলেন শ্রোতারা সবই বুঝতে পারেন। এখন আমরা সচেতন যে একটি সুষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা একটি জটিল বিষয়। আমরা পরবর্তী যে বিষয়টি লক্ষ্য করতে যাচ্ছি তাহা হচ্ছে, আমাদের চিন্তা অনুসারে লোকেরা তাদের ধারণা পোষণ করেন কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। আমরা বাধা সমূহকে অন্যত্র ঠেলে ফেলে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি কিনা। এবিষয়ে নিম্নে কিছু বাস্তব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

১। আপনি যে বিষয় যোগাযোগ করতে চান তাহা জানুন ঃ অনুসন্ধান করে দেখুন আপনার নিজের সঙ্গে আপনি কত সুন্দর ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছেন। আপনি নিজের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। আপনার মনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা আনুষ্ঠানিক ভাবে উপস্থাপন অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘোষণা দেবার আগে তা লিখুন অথবা আপনার ব্যক্তিগত ধ্যানের সময় তা সজোরে প্রকাশ করুন। যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে কোন দ্বন্দ্ব-মূলক ধারণা না রেখে, সুস্পষ্ট, নির্দিষ্ট ভাবে তা করুন। যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে নোট অথবা খসড়া তৈরীর অভ্যাস রাখুন।

২। যাদের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ স্থাপন করতে যাচ্ছেন সেই লোকদের সম্বন্ধে যত বেশী সম্ভব জানুন ঃ আমাদের পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে নেতাদের ইচ্ছানুসারে তাদের প্রেরিত বাক্য লোকেরা একই ভাবে গ্রহণ করে না। তথাপি কার্যকরী ফল লাভ করা যায়, যদি নেতারা তার লোকদের ধারণা, ব্যক্তিত্ব ও তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সাম্যক ধারণা রাখেন। আপনি যতই আপনার লোকদের সম্পর্কে জানবেন এবং যত বেশী তাদের প্রকাশিত বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত পরিচিত হবেন, দৃশ্যতঃ ততই আপনি তাদের সঙ্গে সন্তোষ জনক ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন।

৩। সকল লোকদের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা সমান ভাবে প্রদর্শন করুন ঃ (তাদের আগ্রহ, বরদান ও যোগ্যতার প্রতি)। আপনি যাহা কিছু বলছেন তাহা সমভাবে তাদের ও আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪। সঠিক ও সংক্ষিপ্ত ভাষা ব্যবহার করুন ঃ আপনি অন্যের কাছে যাহা বলতে পারছেন না তা নিজের মধ্যে সীমিত রাখুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সততার সহিত, পরিস্কার ভাবে লোকদের কাছে বলুন। উপযুক্ত স্থানে সঠিক শব্দ ব্যবহার করুন। প্রচুর, যথেষ্ট, খুব কম, অল্প সময়ের জন্য, আপনার ন্যায্য অংশ ইত্যাদি, এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করবেন না। যদি কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে কথা বলতে হয় তবে স্পষ্ট করে উভয় দলকে বলুন। নাম উল্লেখ না করে কোন ব্যক্তিকে অপষ্ট ভাবে দোষী করবেন না, তাতে কোন ব্যক্তি আপনাকে ভুল বুঝতে না পারে অথবা দুঃখ ও রাগান্বিত হতে পারে।

৫। তাদের উত্তরদানকে উৎসাহিত করুন ঃ লোকদের মন্তব্য অথবা জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে আপনি খোঁজ নিতে পারেন যে লোকেরা আপনার বক্তব্যকে বুঝতে পেরেছে কিনা। যদি আপনি বিশেষ কোন দলের দায়িত্বে থাকেন তবে তাদের সহিত দৈনন্দিন যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন। ঘোষণা ও খবরাদির জন্য একজন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিন। আপনার ব্যবহার ও কথার মাধ্যমে আপনি তাদের দেখান যে আপনি তাদের স্বাগতম জানাচ্ছেন।

১২। মিশুর কথা স্মরণ করুন ঃ যোগাযোগ স্থাপনের এই উত্তম নিয়মগুলির কোন্‌টি পালনে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন ?

ক) আপনি নিজে আপনার যোগাযোগের বিষয় জানুন।

খ) সঠিক ও সংক্ষিপ্ত ভাষা মনোনীত করুন।

গ) যাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চান, তাদের সম্পর্কে যত বেশী সম্ভব জানুন।

শ্রবণ করা যোগাযোগ স্থাপন করার একটি অংশ ঃ

ভাল নেতারা সঠিক ভাবে তথ্য পাঠাতে ও শুনতে জানেন। শোনার এই প্রক্রিয়ার চারটি ধাপ রয়েছে। প্রথমতঃ শোনা হচ্ছে দৈহিক ভাবে শব্দ তরঙ্গকে গ্রহণ করা। দ্বিতীয়তঃ মনোযোগ দেওয়া। আমরা অনেক ধরনের শব্দ শুনে থাকি এবং যেগুলির প্রতি আমরা কোন লক্ষ্য দেই না, তাদের অধিকাংশই অর্থহীন। আমরা যত শব্দ শুনি তার মধ্যে যেগুলির প্রতি আমরা দৃষ্টি দেই সেটিই হচ্ছে মনোযোগ। যখন আমরা কোন শব্দের প্রতি আমাদের মনোযোগ দেই তখনই আমরা সেটিকে তথ্য হিসাবে বুঝতে চেষ্টা করি। শ্রবণ করার শেষ ধাপ ও প্রক্রিয়াটি হচ্ছে স্মরণ রাখা। আমাদের শোনার দায়িত্ব শেষ হয়েছে একথা আমরা তখনই বলতে পারি যখন আমরা কোন বিষয় বুঝতে পারি এবং আমাদের মনের কোঠরে তা সঞ্চিত রাখি।

ফলপ্রসু ভাবে শোনা তখনই শুরু হয়, যখন কোন ব্যক্তি কিছু বলে এবং আপনি তা মনোযোগ সহকারে শুনে থাকেন। এর জন্য ত্যাগের প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ: ছেলে মেয়েরা অনেক সময় কথা বলে কিন্তু প্রাচীনেরা তার প্রতি মনোযোগ দেন না। তাদের কথা গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে তারা তার প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন না। আপনি যদি নিজেকে অন্য কোন ব্যক্তির তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন তাহলে তিনি যা বলছেন প্রকৃতপক্ষে আপনি তা শুনছেন না। যদি আপনি ব্যস্ত থাকেন অথবা অন্য কোন দিকে আপনার মন থাকে তাহলে দেখবেন আপনি কিছু না শুনেই উত্তর দিচ্ছেন।

যদি আপনি উৎসাহী হতে চান তা হলে আপনি আপনার শ্রবণ আগ্রহ বাড়াতে পারেন। আপনি নিজেকে বলুন "এই লোকটির চিন্তা বা সমস্যা সমূহ যা তিনি বলতে চান তা আমি সঠিক ভাবে বুঝতে চাই।" আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে লোকটি মর্যাদাপূর্ণ ও তার কথার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ফলপ্রসু শ্রবণের জন্য নিম্নোক্ত নিয়মগুলি স্মরণ রাখবেন ও ব্যবহার করবেন।

১। শ্রবণের ক্ষেত্রে আপনার দৈহিক ও মানষিক শক্তিকে প্রয়োগ করুন।

২। আপনার দেহে ও চোখে সতর্ক ও আগ্রহের ভাব প্রকাশ করুন।

৩। বক্তাকে বিরক্ত করে বাধার সৃষ্টি করবেন না।

৪। বক্তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন বিষয়ে ঘোরতর মতানৈক্য প্রকাশ করবেন না। মাথা নাড়িয়ে অথবা অংগ ভঙ্গির মাধ্যমে সম্মতি দেখানোর মত সুযোগের অপেক্ষা করুন।

৫। তথ্যের অর্থ খুঁজবেন কোন বিশেষ শব্দের অর্থ নিয়ে অযথা সময় অপচয় করবেন না।

৬। ধৈর্য ধরুন। যদিও আপনি ব্যস্ত তথাপি সেই ধরনের ভাব প্রকাশ করবেন না।

৭। যখন বুঝতে পারবেন না, প্রশ্ন করুন, কিন্তু আপনার প্রশ্ন যেন ছোট ও উদ্দেশ্য মূলক হয়।

৮। কথা বলা শেষ হলে উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে উত্তর দিন, আবেগ-প্রবণ ভাবে উত্তর দিবেন না।

৯। যা আপনি শুনেছেন তার মধ্য থেকে ঘটনার সত্যতা ও আপনার মতামত পৃথক করুন। যাতে করে আপনার মতামত ও মূল্যায়নের পথ থাকে।

১০। লোকটি কোন্ ধরনের উত্তরের প্রত্যাশা করছেন, তথ্য মূলক সাহায্য, প্রত্যাশা অথবা ভালবাসা তা সনাক্ত করতে চেষ্টা করবেন।

১৩। দলের একজন লোক বললেন "আমাদের পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে শয়তান আমাদের বাধার সৃষ্টি করছে, যার জন্যই আমাদের ৬ জন কর্মী অনুপস্থিত" এখন আমরা কি করবো। উত্তর জানিয়ে নেতা বললেন "সব ব্যাপারে শয়তানকে দোষারোপ করবেন না।" এই ক্ষেত্রে ফল-প্রসূ শ্রবণের জন্য নেতা কোন্ নিয়মটি পালনে ব্যর্থ হয়েছেন?.....

.....

ফলাবর্তন যোগাযোগ স্থাপনের একটি অংশ ঃ

একজন ভাল নেতা জানেন কিভাবে উত্তর দিতে হয়, অনুরূপ ভাবে শ্রবণ ও তথ্য প্রেরণ করতেও জানেন। যোগাযোগ স্থাপন চক্রের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যখন প্রেরক প্রাপকের কাছে তথ্য পাঠায় এবং প্রতি উত্তরে প্রাপকও তার অনুভূতি প্রকাশ করে থাকে, যাকে আমরা ফলাবর্তন বলে থাকি। প্রতি উত্তরে মৌখিক ভাবে অথবা আকারে ইঙ্গিতে হতে পারে। শ্রবণের আলোচনার অংশে এ বিষয় নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করেছি, ভালভাবে শ্রবণ করা এক ধরনের ফলাবর্তন।

যখন লোকেরা কোন নেতার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করতে চায় এবং তার কাছ থেকে যথার্থ ফলাবর্তন পায় না তখন তারা নিজেদের প্রত্যাখিত মনে করেন অথবা তারা নেতাকে প্রত্যাখ্যান করেন। আপনি কি কখনও একটি খালি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি রেকর্ডিং যন্ত্রের সামনে কথা বলেছেন? ইহা কি একটি লোকের সঙ্গে কথা বলার মত মনে হয় না? পার্থক্য হচ্ছে, এই ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ফলাবর্তন আসে না। ইহা ঠিক সেইরূপ ঘটনা যখন নেতারা তাদের ফলাবর্তন দেন না তখন লোকেরা তাদের সম্পর্কে স্বস্থি বোধ করেন না।

যোগাযোগ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ফলাবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হচ্ছে ইহা শ্রোতা ও বক্তা উভয়কে সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে। কোন কোন সময় আপনি লোকদের মুখের ভাব দেখে বলতে পারবেন যে লোকেরা আপনার তথ্যকে বুঝতে পারছেন কিনা? ফলাবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হচ্ছে ইহা আত্ম-প্রত্যয়কে গড়ে তোলে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতা ফলাবর্তনের মাধ্যমে লোকদের উৎসাহ ও তাদের কার্য সম্পাদন ও লক্ষ্যের অভিমুখে পৌঁছাতে, তারা যে সক্ষম এবিশ্বাস গড়ে তোলেন। অতিরিক্ত না বোধক ফলাবর্তন লোকদের নিরাশ করে তোলে (যেসব ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তি খোঁজা হয় ও তাদের অনুযোগ করা হয়) এবং লোকেরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন না বলে মনে করেন। ফলাবর্তন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পরিসংখ্যানে দেখা

গেছে যেসব কর্মচারীরা তাদের নেতাদের কাছ থেকে ফলাবর্তন পান না তারা তাদের কাজের উদ্দমতাকে হারিয়ে ফেলেন। দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের উপর উত্তম কার্যক্রমের ফল আংশিকভাবে নির্ভরশীল। কর্মচারীদের জন্য একথা জানা সৌভাগ্যের বিষয় যে নেতা তার কাজ ও তারা কি করছেন সে সম্পর্কে সচেতন। অধিকাংশ ফলাবর্তন তাৎক্ষণিক ভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে, কিন্তু যোগ্য নেতারা শিখতে পারেন কিভাবে সচেতনতার সহিত ফলপ্রসূ যোগান দিতে হয়। খ্রীষ্টিয় পরিচর্যার ক্ষেত্রে যখন আপনি লোকদের নেতৃত্ব দেন, প্রায়শঃ আপনার ফলাবর্তন সাহায্যের আকারে এবং সম্পাদিত কার্যের মূল্যায়নরূপে হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ হয়তো আপনি একদল শিক্ষকের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আপনার আশা যেন সেবার মনোভাব তাদের মধ্যে আরো বৃদ্ধি পায়। দলগত আলোচনায় অথবা বক্তিগতভাবে হয়তো আপনি সুযোগ পাবেন আপনার উদ্দেশ্যসমূহ তাদের বলতে ও তাদের কাজ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য জানতে। নিম্নে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেগুলি আপনাকে ফলাবর্তনের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

১। ব্যক্তিত্বের প্রতি নয় কাজের অগ্রগতির প্রতি গুরুত্ব দিন। আপনি হয়তো একজন কার্যকারীকে বলছেন "এই কাজের আরো উন্নতি দরকার" এর ফলে আপনি মনে করবেন না যে তারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত নয় তথবা অ-সতর্ক ব্যক্তি।

২। মূল্যায়িত শব্দ নয় বরং বর্ণনাকৃত শব্দ ব্যবহার করুন। যেমন আপনি বলতে পারেন যে একজন শিক্ষকের পড়াশুনা করা উচিৎ, কিন্তু তিনি যে অলস একথা বলা ঠিক হবে না।

৩। ফলাবর্তনের ক্ষেত্রে, সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি সম্ভব হয় যখন কোন কার্যকারী সাহায্য অথবা কোন পরামর্শ চায় তখন তাকে তা দেওয়া উচিৎ। লোকেরা যখন নিরুৎসাহী অথবা কোন বিষয় অলোচনার জন্য সময় খুব কম তখন তাদের সংশোধন করা ঠিক নয়।

৪। ফলাবর্তনের পরিমাণও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ একবারে কম করে ফলাবর্তন দেওয়া ভাল। অন্যদিকে নেতা অবশ্যই কোন ব্যক্তিকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখবেন না।

১৪। যোগাযোগ স্থাপন প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন ?

.....

.....

১৫। যোগাযোগ স্থাপন প্রক্রিয়ায় নেতার প্রধান দায়িত্বগুলি কি কি ?

.....

.....

পরীক্ষা

১। ইস্রায়েলের নেতা হিসাবে যিহোশূয় তার রাজত্ব কালে নেতৃত্বের কতগুলো মূল্যবান নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। নিম্নে উল্লিখিত নীতিসমূহের মধ্যে কোন্‌টি তার অন্তর্ভুক্ত নয় ?

ক) তিনি প্রত্যেকটি কাজের পূর্বে সেই কাজের সহিত জড়িত প্রত্যেকটি ব্যক্তির কাছে তাহার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন ঃ নির্দ্দেশ।

খ) বাধ্যতা ও আদেশের জন্য তিনি সুনির্দিষ্ট অত্যাবশ্যক আদেশ জারী করেছিলেন ঃ আদেশ।

গ) তিনি বাধ্যতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এবং যারা ব্যর্থ হয়েছেন তাদের কাছে তাদের ইতিহাস তুলে ধরেছেন ঃ সতর্কবাণী।

ঘ) তিনি লোকদেরকে সান্ত্বনা, উদ্দীপনা ও মনোনয়নের বাক্য দ্বারা তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়ীকৃত করেছেন ঃ উৎসাহ দান।

২। ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বরের বিধি ও ব্যবস্থা জানার প্রয়োজন ছিল এবং যেন তারা সেই সমস্ত ভুলে না যান সেই জন্য দৃঢ়-প্রত্যয়ের সহিত যিহোশূয় তাদের আত্মিক দায়িত্বের কথা বলেছিলেন ; দীর্ঘকালীন প্রাপ্ত তথ্যের জন্য প্রয়োজন ঃ—

ক) ঐতিহ্যবাহী বাক-পটুতা ও উত্তম যোগাযোগ স্থাপন।

খ) সেই সমস্ত ঐতিহ্যবাহী যাজকবর্গ যারা ধর্ম্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মীয় আনুষ্ঠানিকতার ব্যাখ্যা দেবেন।

গ) অতীতের মূল্যবান কৃষ্টি যাহা সংবেদশীল।

ঘ) আত্মিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের লিখিত যোগাযোগের তথ্য সমূহ।

৪। জেপার এমন একটি মণ্ডলী পরিদর্শন করলেন যেখানের গির্জ্জা তিনি লোকে পরিপূর্ণ দেখলেন। যেখানের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আরাধনা, প্রশংসা-ধ্বনির সাবলীলতা বাক্যের পরিচর্যা ও সুসজ্জিত কাঠের শক্ত বেঞ্চ এবং কারু-খচিত মঞ্চ যেগুলো তাকে প্রত্যয় ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তার ধারণা ছিল এগুলি হচ্ছে ঃ—

ক) প্রতীক যোগাযোগ।

খ) এগুলো গোড়া ধর্ম্মীয় বিশ্বাস।

গ) তার ধর্ম্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে চরম সংবেদশীলতা।

ঘ) তার কৃষ্টি অনুযায়ী আত্মিক অসাধারণতা।

৪। যোগাযোগ স্থাপন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে করে প্রাপক ঃ—

ক) ব্যক্তি উৎসের প্রেরিত বাক্য যাতে স্পষ্ট করে শুনতে পায়।

খ) ব্যক্তি উৎসের ইচ্ছানুসারে যেন বাক্যের আসল অর্থ বুঝতে পারে।

গ) ব্যক্তির উৎসের বিশ্বাস ও ধারণা অনুসারে যেন তারা বুঝতে পারে।

ঘ) এবং ব্যক্তি উৎস এমন একটি চিহ্নিত কর অবস্থা থেকে ব্যবহৃত হন।

৫। যোগাযোগ স্থাপনের পরিতৃপ্ততা তখনও আসে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যক্তি উৎস ও প্রাপক ঃ—

ক) বাস্তবতাকে একইভাবে অনুমান করেন।

খ) জীবনের ফল, মনোভাব ও দুর্দশা সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করেন।

গ) একইভাবে শব্দকে উপলব্ধি করেন।

ঘ) রূপক ভাষার অর্থ একই মনে করেন।

৬। ফ্রেডের দেশের লোকেরা বন্ধুদের তিনটি মৃদু চুম্বনের মাধ্যমে একে অপরকে অভিবাদন জানায়। যখন কেউ বিদেশ থেকে আসে তখন এই রীতি প্রযোজ্য নয়, যাতে তার বৈদিশিক রীতিক্ষেত্রে কোন প্রভাব না পড়ে ও কঠোর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে যেহেতু প্রথাকে অনুসরণ করা হচ্ছে না ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে এক্ষেত্রে আমরা যথার্থভাবে বলতে পারি ঃ—

ক) ফ্রেডের দেশের লোকেরা চরম পক্ষপাতযুক্ত।
খ) ফ্রেডের লোকেরা চরমভাবে পাপ করেছে।
গ) ফ্রেড ও বন্ধুদের উভয়কে এই রীতিনীতিটি পুনর্বিবেচনা করা দরকার।
ঘ) যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

৭। যোগাযোগ স্থাপন প্রক্রিয়ার শেষ ফল হচ্ছে ঃ—

ক) প্রাপকের নিজস্ব ইচ্ছানুসারে তথ্য।
খ) তথ্যের সহিত যেকোন পক্ষপাতহীন ঘটনার যোগসংযোজন।
গ) যা প্রাপক ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছেন।
ঘ) দৃশ্যতঃ শব্দটি সোজাসুজি যে অর্থ প্রকাশ করে।

৮। যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে নেতার সবচেয়ে বড় ভুল হচ্ছে, তিনি বিশ্বাস করেন।

ক) ইহা সম্ভব যে লোকেরা ইহা বুঝেছেন।
খ) যাকিছু তিনি বলেছেন শ্রোতারা তা সবই বুঝেছেন।
গ) যোগাযোগ স্থাপনের যে কোন মাধ্যমের দ্বারা নেতা এবং অনুসারীদের মধ্যে পার্থক্যের সংযোজন স্থাপন করা যেতে পারে।
ঘ) তাদের অধিকাংশ লোকদের কাছ থেকে তারা সংবেদ সুলভ কথা শুনবেন।

৯। শ্রবণ করা যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শ্রবণ করার কাজটি আমরা তখনই সম্পাদন করি যখন আমরা ঃ—

ক) দৈহিকভাবে একটি বাক্য শুনি।
খ) যখন কিছু শুনি এবং তার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেই।

গ) শ্রবণ করি, আমাদের মনোযোগ দেই এবং তথ্যটিকে বুঝতে পারি।

ঘ) যখন তথ্যটি বুঝতে পারি এবং আমাদের হৃদয়ে সঞ্চিত করে রাখি।

১০। ফলাবর্তন হচ্ছে যখন প্রাপক ব্যক্তি তার অভিব্যক্তি ব্যক্তির উৎসের কাছে প্রকাশ করে যার মাধ্যমে যোগাযোগ চক্রের কাজ শেষ হয়। নিম্নের কারণগুলির মধ্যে একটি কারণে ফলাবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। সেটি কোন্‌টি ঃ—

ক) ফলাবর্তন শ্রোতা ও বক্তাকে সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

খ) আত্ম-প্রত্যয় গড়ে তোলার জন্য ফলাবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

গ) ফলাবর্তনের মাধ্যমে নেতা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে লোকদের মনোভাব বিচার করতে পারেন।

ঘ) কার্যকারীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ফলাবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

১১। মিল দেখান ঃ— যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বাধা সমূহ (ডানে) ইহার যথার্থ বর্ণনা (বামে)। ডান পাশের সঠিক সংখ্যাটি বাম পাশের সঠিক স্থানে বসান।

.....ক) লোকদের অসাধারণ যোগতা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়।	১। ভাষা
	২। প্রতীক
.....খ) বৈশিষ্ট সমূহ ১) এক বংশ থেকে অন্য বংশকে আলাদা করে দেয় ২) পুরুষ ও স্ত্রীদের মধ্যে যথার্থ স্বভাব নির্ধারণ করে।	৩। রীতিনীতি
	৪। পক্ষপাতীত্ব
	৫। সামাজিক পদ-মর্যাদা
.....গ) শব্দগুচ্ছ যাহা অর্থকে প্রকাশ করে।	
.. ...ঘ) সেই ধরনের মনোভাব যাহা অন্যকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে সমান বিবেচনা করতে অস্বীকার করে।	৬। বয়স ও নারী পুরুষের পার্থক্য
	৭। ব্যক্তিত্ব
..... ঙ) যে কোন দলের লোকদের মানগত স্বভাবকে গ্রহণ করে।	

..... চ) সেই ধরনের মনোভাব যাহা সমাজের মধ্যে নিজের থেকে উঁচু ও নীচু স্তরের লোকদের কাছে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমস্যার সৃষ্টি করে।

..... ছ) অবজ্ঞব্য যোগাযোগ স্থাপন (অঙ্গভঙ্গি, মুখের-ভাব, বাচনভঙ্গি, চলাফেরা)।

১২। মিল দেখান ঃ— বা দিকে যোগাযোগের বাস্তব পরামর্শ রয়েছে এবং ডান দিকে উপযুক্ত বর্ণনা দেওয়া আছে। বর্ণনার পাশের সংখ্যাটি নিয়ে সঠিক পরামর্শের পাশে বসান।

.....ক) পূর্ব্বেই লোকদের চিন্তা, কল্পনা, ব্যক্তিত্ব ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানার মনোনয়ন নিতে হবে।

.....খ) অস্পষ্ট শব্দাবলী ব্যবহার করবেন না। সততার সহিত এবং খোলাখুলি-ভাবে সঠিক শব্দগুলি ব্যবহার করুন।

.....গ) লোকদের মন্তব্য ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। তাদের সহযোগীতা কামনা করুন। উৎসাহ বিনিময় করুন।

.....ঘ) সমভাবে লোকদের আগ্রহ, বয়, যোগ্যতা ইত্যাদির জন্য প্রশংসা করুন।

.....ঙ) আপনি যে তথ্য পরিবেশন করবেন তা পুনরায় দেখুন যাতে সেগুলি আপনার স্পষ্ট মনে থাকে। আপনার নোট ও খসড়া ব্যবহার করুন।

১। আপনার বিষয়-বস্তু জানুন

২। আপনার শ্রোতা-দের জানুন

৩। আপনার শ্রোতা-দের সম্মান করুন

৪। সাবলীল ভাষা ব্যবহার করুন

৫। তাদের উত্তরকে উৎসাহিত করুন

সত্য উক্তিটির পার্শ্বে "স" এবং মিথ্যা উক্তিটির পার্শ্বে "মি" লিখুন।

.....১৩। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের জানার ফলে নেতারা তাদের কাছে কাছে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করতে পারবেন যেগুলো তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

……১৪। নির্ভরশীল ব্যক্তির প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টি দিতে হয় এবং তার কাজের জন্য তাকে বিশদ-বিবরণ ও তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়।

……১৫। স্বাধীন ব্যক্তি বিষদভাবে নির্দ্দেশ প্রদান ও সাধারণতঃ তত্ত্বাবধানের প্রতি ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল।

……১৬। যখন ব্যক্তি উৎস এবং শ্রোতা উভয়েই একই বাস্তব মৌলিক অভিজ্ঞতার অংশীদার হয় তখন যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানের সমন্বয় ঘটে।

……১৭। কোন একটি নির্দিষ্ট সমাজে, একই রকম পরিবেশের অভিজ্ঞতায় লোকদের সম্ভাব্য একই প্রকার চিন্তা ও অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৮। আপনার নিজস্ব উত্তর। আমার পরামর্শ হবে নিম্নরূপ ঃ যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে সেইগুলিই হচ্ছে বাধা যেগুলি ব্যক্তির উৎসের প্রকৃত অর্থ, প্রাপকের কাছে পৌঁছাবার পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

১। গ) কল্পনা করেছিল কেন ইহা নির্মিত হয়েছিল।

৯। আপনার নিজস্ব উত্তর।

২। খ) তারা মনে করেছিল যে অন্য গোত্রের লোকেরাও পাপ করেছে।

১০। গ) বাস্তব অভিজ্ঞতা যা পূর্ব্ব ধারণাকে প্রভাবিত করে।

৩। ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণের জন্য তাদের দোষারোপ করা হয়েছিল।

১১। জ্ঞান লাভ! ইনি হচ্ছেন সেই ধরনের ব্যক্তি যে গুপ্ত বিষয়ের অর্থ খুঁজতে এবং উপসংহারে দ্রুত পৌঁছাতে সদাপ্রস্তুত। স্বাধীনচেতা ব্যক্তি।

৪। দোষারোপ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার পূর্ব্বে তারা অন্য বংশের লোকদের জিজ্ঞাসা করতে পারতো কেন তারা এই যজ্ঞবেদী নির্মাণ করেছে।

১২। গ) আপনি যাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে যাচ্ছেন, যতদূর সম্ভব সেই লোকদের সম্পর্কে জানুন।

৫। ইস্রায়েলীয়দের কাছে খবর পাঠিয়ে তাদের কাজ সম্পর্কে জানতে পারতো।

১৩। তিনি পঞ্চম নিয়মটি পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। কোন বিশেষ শব্দ নিয়ে যথেষ্ট সময় ব্যয় করবেন না, প্রকৃত অর্থের অন্বেষণ করুন।

৬। ক) ৫। পরামর্শমূলক বাক্য
খ) ৬। লিখিত তথ্য
গ) ১। নির্দ্দেশ
ঘ) ৭। প্রতীক
ঙ) ২। উৎসাহ
চ) ৪। তথ্য
ছ) ৩। আদেশ

১৪। আপনার উত্তর এইরূপ হওয়া উচিৎ: ব্যক্তির উৎসের প্রেরিত তথ্য যাহা প্রাপক গ্রহণ করে ও বুঝতে পারে। প্রাপকের মতামত ফেরৎ পাঠানোই ফলাবর্তন।

৭। আপনার নিজস্ব উত্তর: তবে আমার চিন্তানুসারে আপনার সংজ্ঞাটি এইরূপ হওয়া উচিৎ। যোগাযোগ স্থাপন হচ্ছে কোন বিষয়ের অর্থ ব্যক্তির উৎসের কাছ থেকে প্রাপকের কাছে অনুরূপ ভাবে পৌঁছে দেওয়া।

১৫। নেতা অবশ্যই এই বিষয়গুলির জন্য চেষ্টা করবেন: ১) যাতে তার প্রেরিত তথ্য পরিষ্কার হয় ২) নিশ্চিত হতে চেষ্টা করবেন যে লোকেরা তার বাক্য বুঝতে পেরেছেন। ৩) যথার্থ ফলাবর্তন যোগাবেন। তাছাড়া নেতাদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে তিনি তার তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন ও তা বুঝবেন ও লোকদের মতামত প্রকাশের সুযোগ প্রদান করবেন।

নোট